বিশেষ ক্রোড়পত্র, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬, রবিবার

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৪ পৌষ ১৪২৩
১৮ ডিসেম্বর ২০১৬

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৬' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষে আমি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানরত অভিবাসীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

অভিবাসীরা এ দেশের গর্বিত সন্তান। অভিবাসী কর্মীগণ তাঁদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করে দেশের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখছেন। একইসাথে পরিবার পরিজনের জীবন-জীবিকা নির্বাহ এবং তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তাই একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতি গঠনে তাঁরাও গর্বিত অংশীদার। তাঁদের অবদানের কথা জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে।

বিশ্বব্যাপী নানা অস্থিরতার কারণে অভিবাসন আজ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের অভিবাসী ভাই ও বোনদের অনেক সময় প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়। জীবনের ঝুঁকি ছাড়াও কম মজুরী, অনিরাপদ কর্মপরিবেশ, দীর্ঘ কর্মঘন্টা ইত্যাদি তাঁদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করছে। এ পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে অভিবাসী কর্মীদের বৈধ কাগজপত্র, দক্ষতা, ভাষাগত জ্ঞান, অবস্থানকারী দেশের সংস্কৃতি জানাসহ সে দেশের আইনের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। তাছাড়া দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এ ধরণের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। দেশের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে অভিবাসী ভাই ও বোনেরা প্রবাসে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবেন-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

সরকার অভিবাসন প্রক্রিয়া সহজতর করতে অভিবাসন ব্যয় হ্রাস, রিক্রুটিং এজেন্সির কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা, অনিয়মিত অভিবাসন রোধসহ নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তা সত্ত্বেও অভিবাসন ব্যবস্থাপনা আরো সহজীকরণসহ অভিবাসী ভাইবোনদের কল্যাণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখতে প্রবাসী কল্যণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আমার বিশ্বাস। মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি আমাদের মিশনগুলোও প্রবাসীদের ন্যায্য অধিকার, কল্যাণ ও জীবনমান উন্নয়নে আরো তৎপর হবে বলে আমি মনে করি। আমি অভিবাসীদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

আমি 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৬' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৪ পৌষ ১৪২৩
১৮ ডিসেম্বর ২০১৬

বাণী

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নে অভিবাসী কর্মীর অমূল্য অবদানকে সশ্রদ্ধ সম্মান জানিয়ে এ বছরও উদযাপন করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস, ২০১৬। এ উপলক্ষে আমি সকল বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত রেমিটেন্স প্রবাহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি অন্যতম চালিকাশক্তি। এ রেমিটেন্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, চলতি হিসাবের ঘাটতি হ্রাস এবং সামগ্রিকভাবে সামষ্টিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এ রেমিটেন্স প্রবাহ সমুন্নত রাখতে বদ্ধ পরিকর। এজন্য সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরণকারীদের সম্মাননাসহ যথাযথ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৈধ পথে বা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ করা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সঙ্গেও সম্পৃক্ত। তৎপ্রেক্ষিতে সকল অভিবাসীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া, তাদের প্রেরিত রেমিটেন্স এর সদ্ব্যবহারের প্রতিও আমাদের সকলকে যত্নবান হতে হবে।

অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন করা হলে রেমিটেন্স প্রবাহ কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এজন্য সরকার সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগীদেরকে সঙ্গে নিয়ে একসাথে কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

আমি আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস, ২০১৬ উপলক্ষে নেয়া সকল কর্মসূচির সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA
৪ পৌষ ১৪২৩
১৮ ডিসেম্বর ২০১৬

বাণী

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অভিবাসীদের অধিকার, সুরক্ষা এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে ঘিরেই আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপনের সূচনা। ২০০০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ১৮ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্তের পর দিবসটিকে ঘিরে বিশ্বের বহু দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতি বছর দিবসটি পালন করে আসছে। বিপুল জনশক্তিতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত আছে। এ বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস বিশেষ তাৎপর্যবহ। আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দিবসটিকে ঘিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে প্রবাসী কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং এ খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও নিরাপদ অভিবাসনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অত্যন্ত নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতা এবং বাংলাদেশের অভিবাসীগণের স্বার্থ রক্ষায় বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। নতুন নতুন দেশে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে। সুষ্ঠু ও নিরাপদ অভিবাসন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত হয়েছে।

নিরাপদ অভিবাসন এবং প্রবাসী কর্মীগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সকল গুরুত্বপূর্ণ ফোরামে বাংলাদেশ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় অভিবাসন উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সংগঠন Global Forum on Migration and Development (GFMD) এর নবম সম্মেলন ১০-১২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে অভিবাসন উন্নয়নে সমগ্র বিশ্বের নেতৃবৃন্দের সম্মিলন এবং অনুষ্ঠিত বহুমাত্রিক আলোচনা অভিবাসন বিষয়ে আগামী দিনের জন্য একটি রোড ম্যাপ প্রণয়নে অত্যন্ত উপযোগী হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সেই সাথে প্রায় একই সময়ে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' উদযাপন এক অনন্য তাৎপর্য পেয়েছে।

সুন্দর ও নিরাপদ অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকারের পাশাপাশি অভিবাসন উন্নয়নে সহযোগী আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সকল মহলের একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। উন্নয়নের মহাসড়কে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলা অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৬' এর সাফল্য কামনা করছি। এ দিবসে বাংলাদেশের সকল অভিবাসী নাগরিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি

মহা-পরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ "আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস" পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। অভিবাসী কর্মীদের মর্যাদা অক্ষুন্ন, অধিকার সুরক্ষা এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নের বিষয়টি সামনে রেখে এই বছর দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। বিজয়ের এই রক্তঝরা মাসে আমি সারা বিশ্বে কর্মরত অভিবাসী ভাই-বোনদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বিশ্বের ১৬১টি দেশে কর্মরত ১কোটির অধিক বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মী অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একদিকে যেমন তারা বৈশ্বিক উন্নয়নে অবদান রাখছেন অন্যদিকে তাদের প্রেরিত রেমিটেন্স দেশের জাতীয় অর্থনীতির চাকা সচল রাখছে বলে আমার বিশ্বাস। তাই প্রবাসী কর্মীদের এই অবদান সমগ্র জাতি কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করে।

প্রবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মর্যাদা, অধিকার ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড সর্বদায়ই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এরই অংশ হিসেবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বিদেশগামী কর্মীদের প্রাক বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান, কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন ও প্রত্যাবর্তনে বিমানবন্দরে সহায়তা প্রদান, কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বিদেশে আটক কর্মীদের মুক্তকরণ, আহত-পঙ্গু-অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনয়ন ও পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান, বিদেশ হতে মৃত্যুজনিত অন্যান্য আর্থিক বেনিফিট আদায় করে তা মৃতের ওয়ারিশদের নিকট বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিদেশগামী ও প্রবাস ফেরত কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার লক্ষ্যে এই বোর্ডের আর্থিক সহায়তায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বোর্ডের নিজস্ব মালিকানাধীন প্রবাসী কল্যাণ ভবনে অভিবাসী কর্মীদের জন্য ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়েছে। সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে মানুষের দোরগোড়ায় দ্রুত ও হয়রানিমুক্ত সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন ও অটোমেশনের আওতায় আনা হচ্ছে। এর ফলে সাশ্রয়ীভাবে দ্রুত, নিরাপদ ও হয়রানিমুক্ত সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

আমি আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস, ২০১৬ এর সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

গাজী মোহাম্মদ জুলহাস এনডিসি

উন্নয়নের মহাসড়কে অভিবাসী কর্মীর অভিযাত্রা

মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

উপক্রমণিকা:

'বৈদেশিক কর্মসংস্থান' একদিকে যেমন বেকারত্বের হার কমাতে সাহায্য করছে, অন্যদিকে প্রবাসী কর্মীদের প্রেরিত মূল্যবান রেমিটেন্স অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় ব্যাপক অবদান রাখছে। বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত হওয়ার প্রেক্ষিতে রেমিটেন্স কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে রূপকল্প ২০২১ অর্জনের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি অভিবাসন প্রক্রিয়াতে অভিবাসী কর্মীদের জন্য সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ব্যাপক ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশের পথচলায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং রেমিটেন্স চালিকাশক্তির প্রভাবে বিদ্যমান। বিদেশে বাংলাদেশী কর্মীরা তাদের কাজের মাধ্যমে দক্ষতা ও মেধার অনবদ্য স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। দেশের বাইরে বিদ্যমান শ্রমবাজারগুলো ধরে রাখা এবং বিদেশে নতুন নতুন শ্রমবাজারে বাংলাদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব দূরীকরণ:

বাংলাদেশ থেকে এ বছর ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭,০৭,৩৯৩ জন কর্মী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থান লাভ করেছে। আশা করা যায় ২০১৬ সালে এ সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষের কাছাকাছি গিয়ে দাড়াবে। বর্তমানে বিশ্বের ১৬২টি দেশে বিভিন্ন পেশায় প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশী কর্মী নিয়োজিত রয়েছে; যা দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে।

রেমিটেন্স ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন:

প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীরা তাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখছে। নিরাপদভাবে ও সহজ পদ্ধতিতে স্বল্পতম সময়ে রেমিটেন্স প্রেরণের জন্য উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারসহ সরকার বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রাসম্ভার সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে যা অক্টোবর ২০১৬ তে ৩১.৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উন্নীত হয়েছে। একইসঙ্গে জাতীয় অর্থনীতিতে রেমিটেন্সের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। রেমিটেন্সের পরিমাণ মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ৯%, সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের ৮.৫ গুণ এবং বৈদেশিক সহায়তার ৭ গুণ। রেমিটেন্স দেশের আমদানি বাণিজ্যে "ব্যালেন্স অব পেমেন্ট" নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের প্রভাব:

বৈদেশিক কর্মসংস্থান সেক্টর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বহুবিধ ইতিবাচক প্রভাবে সমৃদ্ধ করছে। যেমন: (১) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বেকারত্বের হার হ্রাস, (২) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি, (৩) মৌলিক চাহিদা পূরণসহ শিক্ষা, চিকিৎসা ও মানব উন্নয়ন এবং (৪) গ্রামীণ জনপদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, আবাসস্থল তৈরি, বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অন্যান্য সেবা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অভিবাসন:

দেশ ও বিদেশের কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়নের বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে ১টি প্রকল্পের আওতায় ৮২,৫৭২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এবং ২১,৪৫২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৫ সালে মোট ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার জনশক্তিকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং ১ লক্ষ ৩০ হাজার বিদেশগামী কর্মীকে প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারণ করার জন্য প্রতি উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে; প্রাথমিক পর্যায়ে ৪১টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে এবং আরও ৫০টি টিটিসি স্থাপনের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিএমইটি'র প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সনদদায়ন সংস্থা 'সিটি এন্ড গিল্ডস' এর এফিলিয়েশনের আওতায় এনে প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে; আশা করা যায় এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিতরা আন্তর্জাতিক সনদ নিয়ে দেশে বিদেশে উচ্চতর বেতনে কর্মসংস্থান লাভ করতে পারবে। এছাড়াও বিদেশে কর্মরত স্বল্পদক্ষ কর্মীদের দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদান করে উচ্চতর বেতনে চাকুরী লাভের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে পূর্বদক্ষতার সনদায়ন (আরপিএল) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নারী অভিবাসন:

পুরুষের পাশাপাশি নারী কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলেছে। নারীদের বিদেশে অধিক হারে কর্মসংস্থানের জন্য বর্তমান সরকার বহুবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; বিশেষ করে নারীকর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, শ্রমবাজার সম্প্রসারণ এবং বিদেশগমনের প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার কারণে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারীকর্মীর বিভিন্ন দেশে বিনাখরচে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রমবাজার অন্বেষণ:

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনায় সরকারের বহুমুখী উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে কর্মীদের অভিবাসন প্রক্রিয়া পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ হয়েছে; একই সঙ্গে কমে এসেছে অভিবাসন ব্যয়। বিশ্বব্যাপী শ্রমবাজারে বাংলাদেশের দক্ষকর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫০টি দেশে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যাপক সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

অভিবাসন প্রক্রিয়ায় ডিজিটাইজেশন ও বিকল্প নিয়োগ পদ্ধতি:

অভিবাসীদের জন্য সকল সেবা কর্মীদের দোড়গোড়ায় পৌছানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় ফিংগারপ্রিন্ট ও স্মার্টকার্ড প্রদান বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে। অভিবাসন ব্যয় কমানো ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার জন্য অবলম্বন করা হচ্ছে যেমন: দক্ষিন কোরিয়ার জন্য ইপিএস, সৌদি আরবের জন্য মুসানেদ ও মেগা, জাপান এর জন্য জিটকো বিভিন্ন বিকল্প ডিজিটাইজড নিয়োগ পদ্ধতি মালয়েশিয়ার জন্য জিটুজি ও জিটুজি প্লাস, ইত্যাদি।

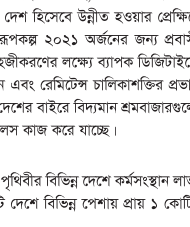

অভিবাসন ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:

বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবহারের বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ প্রবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি এবং হয়েছে। পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আগামী ২০২০ সালে বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আগামী পাঁচ বছরে ২০ লক্ষ বাংলাদেশী হলেও কর্মী গমনের হার বিশ্লেষণ করলে তা ৩০ লক্ষ ছাড়িয়ে বা অভিবাসন এবং রেমিটেন্সের যথাযথ পরিকল্পনায় রেমিটেন্স প্রেরণকারী কর্মীরা, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখছে মর্মে উল্লেখ করা রেমিটেন্স প্রবাহের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৫.৪ কর্মীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

অভিবাসন সম্পর্কিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম:

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অভিবাসন ব্যবস্থাপনা পরিমণ্ডলে অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে। অভিবাসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ফোরাম যেমন: কলম্বো প্রসেস, বুদাপেস্ট প্রসেস, আবুধাবি সংলাপ এবং জাতিসংঘের গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট (জিএফএমডি) এর কার্যক্রমে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। সবচেয়ে গৌরবের বিষয় এই যে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সফলভাবে জিএফএমডি'র নবম শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করেছে।

অভিবাসন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য:

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ এর আলোকে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ অভিযাত্রায় অভিবাসনকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অভিবাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

অভিবাসীদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড:

অভিবাসীদের কল্যাণমূলক কর্মকান্ড সম্পাদন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এজন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে কর্মীর মৃতদেহ দাফন করার জন্য ৩৫,০০০ টাকা এবং অনুদান হিসেবে ৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। প্রবাসীকর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপুরণ ও বকেয়া পাওনাদি আদায় করে কর্মীদের পরিবারের সদস্যের মাঝে বিতরণ করা হয়। প্রবাসীকর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি প্রদান করার ব্যবস্থা রয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সকল কার্যক্রমকে ডিজিটাইজেশন (অটোমেশন) এর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; যার অংশ হিসেবে সরকারের জাতীয় তথ্য বাতায়নে ওয়েবসাইটের অন্তর্ভুক্ত সকল তথ্য প্রকাশ এবং অনলাইন অভিযোগ গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে গমনেচ্ছু কর্মীদের আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত ব্যাংকের মাধ্যমে প্রধান বিদেশগামী কর্মীদের এবং বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের সহজ শর্তে সরল সুদে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

উন্নয়নের মহাসড়কে অভিবাসীদের পদচারণা:

'অভিবাসন' একজন কর্মী বা তার পরিবারের জন্য সমৃদ্ধি বয়ে আনে এবং এটি জাতীয় উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। রেমিটেন্সের যথাযথ ব্যবহার ব্যক্তি, পরিবার এবং সামগ্রিকভাবে একটি জাতির উন্নয়ন ধারায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। দক্ষ জনবল বিদেশে গেলে তারা রেমিটেন্স প্রবাহে অধিক অবদান রাখতে পারে। এসব বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে বর্তমান সরকার অধিক হারে দক্ষ জনবল তৈরি এবং তাদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকারের এসব অভিবাসনবান্ধব কর্মসূচির ফলাফল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মহাসড়কে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

মোঃ সেলিম রেজা

65 YEARS
International Organization for Migration
The UN Migration Agency

Director General
International Organisation for Migration

International Migrants Day, 18 December 2016

TOGETHER for Migration

This International Migrants Day, IOM is asking the world to support TOGETHER - a global initiative that aims to change negative perceptions and attitudes towards refugees and migrants, and to strengthen the social contract between host countries and communities, and refugees and migrants. TOGETHER was launched by the UN Secretary-General at the UN Summit for Refugees and Migrants on 19 September 2016.

Migration is beneficial to both migrants and societies. Migrants enrich the world's civilizations by bringing new skills, experiences, cultures and innovations to host communities and sending home remittances, development initiatives and resource networks.

Discussions on migration are often toxic and vilify migrants and refugees, ignoring migration realities and undermining its benefit. Combating the negative rhetoric surrounding migrants is a critical step to well-managed, mutually beneficial migration. Unease and suspicion toward migrants, often stemming from stereotypes associating migrants with criminality, is brought to the forefront of public discussion as concerns surrounding security and the threat of terrorism dominate news headlines.

The role of the media and politicians in combating xenophobic reactions and fears can be paramount in shaping – or re-shaping – the public discourse and, relatedly, political response. Political leadership is imperative to combating the toxic discourse which today promotes a harmful, limited perception of migrants. Compassion and fact-based understanding need to be the cornerstones of politicians' migration response.

As more and more people are on the move, diverse and multicultural societies are more likely to be the norm rather than the exception. One of the most important objectives of our time is to promote social, cultural, religious and ethnic diversity to benefit all communities. Integration is a multidimensional, multifaceted process that requires inclusive and coherent engagement from a diverse set of actors – politicians and local authorities, community leaders, migrants, and host country residents alike. The integration of migrants fosters inclusive, vibrant and participatory societies; and it helps avert marginalization